৩১-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এটাই হল পুরুষোত্তম হওয়ার সঙ্গমযুগ, এখন কোনো পাপ কর্ম করা উচিত নয়।"

প্রশ্ন :- এই সঙ্গমের সময় তোমরা বাচ্চারা কি মহৎ পুণ্য কর্ম করছো?

উত্তর:- নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দিতে হবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপে বাবার কাছে স্বাহা করতে হবে, এটাই হল সবচেয়ে বড় পুণ্য কর্ম । এই সময় তোমরা মমত্ব ভুলে যাও । সন্তান-সন্ততি, ঘর, পরিবার সব কিছু ভুলে যাও, এটাই তোমাদের ব্রত । এখন তোমার কাছে দুনিয়া মৃত। এখন তোমরা বিকারী সম্বন্ধ থেকে মুক্ত হবে ।

গীত :- জ্বলে ন কিউ পরবানা.... (কেন জ্বলবে না পরবানা)

ওম শান্তি । এই সব কিছু ভক্তি মার্গে বাবার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে । এটা হল বহ্নিপতঙ্গদের (পরবানা) অগ্নি শিখার (শমার) কাছে সমর্পণের মহিমা বর্ণনা । এখন যখন বাবা এসেছেন, তখন কেন না আমরা সজ্ঞানে ওঁনার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করি । সজ্ঞানে সমর্পণ তখন হবে যখন সবকিছু ধারণ করতে পারবে ।আগে তোমরা আসুরী পরিবারের ছিলে । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের অন্তর্গত । সজ্ঞানে ঈশ্বর এসে তোমাদের তাঁর শরণে নিয়েছেন । এটাকে আবার শরণাগতি বলা হয় । গান আছে না - - শরণে আছি তোমার ..... প্রভুর শরণে তখনই যাওয়া হয় যখন উনি আসেন, নিজের শক্তি অনুভব করান, ঐশ্বর্য দেখান । উনি হলেন সর্ব শক্তিমান । সবসময় তাঁর এক আকর্ষণ শক্তি আছে । সব কিছু ছাড়িয়ে দেন । যে সবসময় বাবার সান্নিধ্যে ও বাবার সন্তান হয়ে থাকে, সে আসুরীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যায় । তারা বলে - - বাবা এই সব সম্বন্ধ থেকে কবে ছুটি পাব । এখানে এই সব পুরানো সম্পর্ক ভুলতে হবে । আত্মা যখন দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায় তখন সব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায় । এই সময় তোমরা জানো যে সকলের জন্যই মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে, আর এই যে বন্ধন এটা তো বিকারী বন্ধন । এখন তো বাচ্চারা নির্বিকারী সম্বন্ধ চাইছে । প্রথমে নির্বিকারী সম্পর্ক ছিল, তারপর বিকারী সম্বন্ধের অধীনে আসে । আবার আমাদের নির্বিকারী সম্বন্ধ হবে । এই সব কথা অন্য কারও বুদ্ধিতে থাকে না । বাচ্চারা জানে যে,তারা আসুরী বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছে ।একমাত্র বাবার সাথে যোগে থাকতে হবে । একদিকে রাবণ আর একদিকে রাম আছে । এই কথা তো দুনিয়া জানে না, সবাই রাম রাজ্য চায়, কিন্তু পুরো দুনিয়া রাবণ রাজ্যের অন্তর্গত, এটা কেউ বুঝতে পারে না । রাম রাজ্যে তো পবিত্রতা আর সুখ শান্তি ছিল । সেটা আর নেই । কিন্তু যেটা বলা হয় সেটা ঠিক অনুভব করতে পারা যায় না । গানও আছে.... এই আত্মারা সব সীতা হয়ে আছে, একজন সীতা নয়, না তো একজন অর্জুনের, আর না তো একজন দ্রৌপদীর কথা হচ্ছে । এটা তো বহুজনের কথা হচ্ছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ একজনের কথা বলা হয়। তোমাদের যদি বলা হয় যে তোমরা সব অর্জুনের মতো , তাহলে তো বলবে যে অর্জুন তো ভাগীরথ হয়ে গেছিল । বাবা বলছেন যে - - - - আমি সাধারণ এক বৃদ্ধের দেহরথে আসি । তার পর উনি কিছু চিত্র দেখিয়েছেন যাতে ঘোড়া -

গাড়ি আছে, একে অজ্ঞানতা বলা হয় । বাচ্চারা জানে যে এই শাস্ত্র ইত্যাদি যা আছে সবই ভক্তি মার্গের ।এই সব কথা কেউ বুঝতে পারবে না, যতক্ষণ না সে সাত দিনের কোর্স করছে । ভক্তি তো আলাদা । জ্ঞান, ভক্তি আর বৈরাগ্য বলা হয়। বাস্তবে সব সন্ন্যাসীদের বৈরাগ্য খাঁটি নয়, তাঁরা তো জঙ্গলে যায়, তারপর আবার শহরে বাস করে বড় বড় ঘর বাড়ি বানিয়ে নেয় । কেবল বলার সময় বলে যে আমরা ঘর বাড়ি ছেড়েছি । তোমাদের তো এই পুরোনো দুনিয়ার বৈরাগ্য হওয়া উচিত । যথার্থ কথা হলো যে, ওইটা হলো হদের (লৌকিক) কথা, এই জন্য সেটাকে হঠযোগ বলা হয়, হদের (লৌকিক) বৈরাগ্য বলা হয় ।

তোমরা তো জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া এই বার শেষ হবে এই কারণেই এখন বৈরাগ্য খুব প্রয়োজন । বুদ্ধিতে এটা আছে যে, নূতন ঘর বানানো হয় আর পুরনো ঘর ভেঙে দেওয়া হয় । তোমরা তো জানো যে এখন তৈরি হচ্ছে । কলিযুগের পর সঙ্গমযুগ নিশ্চয়ই আসবে । একে বলা হয় – পুরুষোত্তম যুগ ।পুরুষোত্তম মাসও হয় । তোমরা আছো পুরুষোত্তম যুগে । পুরুষোত্তম মাসে দান পুণ্য ইত্যাদি করা হয় । তোমরা এই পুরুষোত্তম যুগে সর্বস্ব স্বাহা করে দাও কারণ তোমরা জানো যে – এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই স্বাহা হয়ে যাবে । তাই সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাহা হওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের স্বাহা করে দিই না কেন । তাতে তোমরা কতই না পূণ্য অর্জন করতে পারবে । ওটা হল হদের (লৌকিক) পুরুষোত্তম মাস, এটা হলো বেহদ-এর (আলৌকিক) ব্যাপার । পুরুষোত্তম মাসে অনেক ব্রতকথা শোনা হয় । ব্রত নিয়ম পালন করা হয় । তোমাদের তো খুব মহান আর কঠিন ব্রত আছে । তোমাদের তো সব সন্তান- সন্ততি, ঘর পরিবার, ইত্যাদি আছে, কিন্তু মন থেকে সব মমত্ব মুছে গেছে । এখন তোমাদের কাছে দুনিয়া মৃত । তোমরা তো জানো যে এই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে । আমরা তো বাবার হয়ে গেছি —পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে । সর্ব পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যগণের মধ্যে উত্তম পুরুষ হিসেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্মুখে উপস্থিত। এঁদের থেকে কোনো মনুষ্য উত্তম হতে পারে না । লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন । তোমরা এসেছো এই রকম পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য । প্রত্যেক মানুষই সদগতি প্রাপ্ত করে । মনুষ্যগণের আত্মা পুরুষোত্তম যখন হয়ে যায় তখন তার থাকবার স্থানও একই ভাবে উত্তম হওয়া উচিত । যেমন প্রেসিডেন্ট সকলের থেকে উচ্চ পদস্থ তাই তিনি থাকার জন্য রাষ্ট্রপতি ভবন পেয়েছেন । কত বড় বড় মহল, সুন্দর সুন্দর বাগান ইত্যাদি আছে । এটা তো হল এখানকার কথা । রামরাজ্য তো তোমরা জানই । তোমরা সত্যযুগে পুরুষোত্তম ছিলে তাই আর কলিযুগী পুরুষোত্তম থাকবে না । তোমরা তো সত্যযুগে পুরুষোত্তম হবার জন্য পুরুষার্থ করছো । তোমরা তো জানো যে আমাদের মহল কেমন করে তৈরি হয়েছে । ভবিষ্যতে রামরাজ্য হবে । তোমরা রামরাজ্যে পুরুষোত্তম হবে । তোমরা চ্যালেঞ্জ করছো যে, আমরা রাবণ রাজ্য বদলে রাম রাজ্য স্থাপন করব । এখন যখন চ্যালেঞ্জ নিয়েছ তখন দুই এক জনকে পুরুষোত্তম করতে হবে, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য । দেবতাদের মহিমান্বিত গান আছে, সর্ব গুণসম্পন্ন..... অহিংসা পরম দেবী দেবতা ধর্ম । তোমরা যা জানো অন্য কোনো মনুষ্য তা জানে না । তোমরা পরের জন্মে পুরুষোত্তম হবে তাই এই রাবণ রাজ্যে আর কেউ থাকবে না । এখন তোমাদের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এখন রাবণ রাজ্য সমাপ্ত হবে । আজকাল তো সময়ের কোনো ভরসা নেই, অকালমৃত্যু হয়ে যায়, অথবা কারোর প্রতি শত্রুতা হলে তাকে শেষ করে দেওয়া হয় । তোমাকে তো কেউ শেষ করতে পারবে না । কারণ তুমি অবিনাশী পুরুষোত্তম, এখানে এরা হল বিনাশী, তাও আবার রাবণ রাজ্যে ।এদের তো তোমাদের

দৈবী রাজ্যের খোঁজই নেই যে,---তোমরা দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করছো, শ্রীমত অনুসরণ করে । যাঁদের পূজো করা হয় তাঁরা নিশ্চয়ই মহৎ কর্ম করে গেছেন । এই সব তোমরা জানো । দেখো, জগদম্বার কত পূজো হয়, ইনি হলেন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী । তোমরা হলে জগত অম্বার সন্তান, জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী, রাজ রাজেশ্বরী । দুজনের মধ্যে উত্তম কে? জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরীর কাছে গিয়ে অনেক প্রকারের মনস্কামনা জানায়, অনেক কিছু চায় । জগদম্বার মন্দির আর লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে অনেক পার্থক্য আছে । জগদম্বার মন্দির অনেক ছোট । মানুষ ছোট জায়গায় ভীড় পছন্দ করে। শ্রীনাথের মন্দিরেও খুব ভীড় হয়, ভীড় সরাবার জন্য কাপড় এবং বাঁশ লাগাতে হয় । কলকাতায় মা কালীর মন্দিরও খুব ছোট, ভিতরে খুব তেল ও জল পড়ে থাকে । ভিতরে খুব সাবধানে প্রবেশ করতে হয়।খুব ভীড় থাকে । লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তো খুবই বড় । কিন্তু জগদম্বার মন্দির ছোট কেন? গরীব তো তাই। মন্দিরও গরীবদের জন্য । ওরা তো বিত্তবান । মন্দিরে কখনোই মেলা বসে না ।জগদম্বার মন্দিরে তো খুব মেলা বসে ।বাইরে থেকে অনেক লোকজন আসে । মহালক্ষীর মন্দির ও আছে, আর তোমরা তো জানো যে এখানে লক্ষ্মী ও নারায়ণ আছেন । তাঁদের কাছে কেবল ধন সম্পত্তি চাওয়া হয়, কেননা তাঁরা তো ধনবান । এখানে তো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন আছে। ধন সম্পত্তির জন্য লক্ষ্মীর কাছে যায়, তারপর অনেক অনেক আশা নিয়ে জগদম্বার কাছে যায়। তোমরা হলে জগত অম্বার সন্তান । সকলের সমস্ত মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্য তোমরা পূর্ণ করো । একটাই মহামন্ত্রের দ্বারা সকলের মনস্কামনা ২১ জন্মের জন্য পুর্ণ করে ।আর অন্য মন্ত্র যে সব আছে তার কোনো অর্থ হয় না । বাবা বলছেন যে, এই মন্ত্র তোমাদের কেন দিই, কেননা তোমরা পতিত হয়ে আছো ।মামেকম (আমাকে স্মরণ) স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে যাবে। এই কথা বাবা ছাড়া আর কেউ আত্মাদের বলতে পারেনি । এতে এই প্রমাণ হয় যে বাবা-ই একমাত্র সহজ রাজযোগ শেখান । মন্ত্রও উনি দেন ।পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও উনি মন্ত্র দিয়েছিলেন । এখন স্মরণ হয়েছে । তুমি সম্মুখে উপস্থিত আছো ।ক্রাইষ্ট এসে চলে গেছেন, এখন তার বাইবেল পড়ছো ।উনি কি করে গেছেন? ধর্মের স্থাপন করে গেছেন ।তোমরা জানো শিববাবা কি করে গেছেন। কৃষ্ণ কি করেছেন! কৃষ্ণ তো সত্যযুগের রাজকুমার ছিলেন, যিনি আবার নারায়ণ হয়েছিলেন, তারপর আবার পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছেন । শিববাবা কিছু করে গেছেন, তাই তো ওনার এত পূজো ইত্যাদি করা হয় । তোমরা জানো যে রাজযোগ উনি শিখিয়েছেন, ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেছেন, সেই স্বর্গের প্রথম অধীশ্বর উনি হননি, প্রথম অধীশ্বর তো শ্রীকৃষ্ণ হয়ে ছিলেন । নিশ্চয়ই উনি কৃষ্ণের আত্মাকে পড়িয়ে ছিলেন, যা তোমরা বুঝতে পেরেছো। কৃষ্ণের বংশাবলীতে তুমি আছো । রাজা-রানীকে মাতা - পিতা, অন্ন দাতা বলা হয় । রাজার স্থানে রাজাকে অন্ন দাতা বলা হয় । রাজাদের কত মান-সম্মান হয়ে থাকে । পুর্বে রাজাদের কাছে কত নালিশ, সমস্যা নিয়ে আসত, রাজ দরবার বসত । কোনো ভুল হলে খুব অনুতাপ করত । আজকাল তো জেলের পাখি অনেক আছে । বারংবার জেলে যায় । এখন তোমাদের(বাচ্চাদের) গর্ভ জেলে যেতে হবে না । তোমাদেরকে গর্ভ মহলে আসতে হবে, সেইজন্য কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর কখনো গর্ভ জেলে যেতে হবে না । ওখানে পাপ কর্ম হয় না । সবাই গর্ভমহলে থাকে, কেবল কম পুরুষার্থ করার জন্য নীচু পদ পেয়ে থাকে । উচ্চ পদস্থ যারা তারা খুব সুখী থাকে । এখানে তো কেবল ৫ বছরের জন্য গভর্নর, প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয় । তোমরা বুঝতে পারছ যে ভারত দৈবী রাজার স্থান ছিল । এখন না তো রাজার স্থান আছে আর না তো রাজা রানী আছে । পূর্বে কেউ যদি গভর্নমেন্টকে পয়সা দিত তাহলে সে মহারাজা মহারানির খেতাব প্রাপ্ত করতো । তোমাদের তো তোমরা পড়াশোনা করছ । রাজা রানী তো কখনো পড়াশোনা করে হওয়া যায় না । তোমাদের

মূল লক্ষ্য হল -- এই পড়াশোনার দ্বারাই তোমরা বিশ্বের মহারাজা মহারানি হবে । শুধু রাজা রানী নয় । রাজা রানীর খেতাব বা উপাধি ত্রেতা যুগ থেকে শুরু হয়েছে । তোমরা এখন জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী হয়েছো তারপর রাজ রাজেশ্বরী হবে । কে করে দেবেন? ঈশ্বর । কেমন করে? রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা । রাজত্বের জন্য কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা তোমাদের স্বর্গের অধীশ্বর বানিয়ে দেন, এটা তো খুব সহজ পন্থা । হেভেন(স্বর্গ) স্থাপন যিনি করেন তিনিই তো গড ফাদার (পরমপিতা) । স্বর্গে তো স্বর্গের স্থাপনা করা হয় না, নিশ্চয়ই ওঁনারা সঙ্গমের সময় ভালো পদ প্রাপ্ত করেছেন, এই জন্য একে সুন্দর কল্যাণকারী সঙ্গমযুগ বলা হয়।বাবা কত বাচ্চাদের কল্যাণ করেন, এবং স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন ।বলা হয়ে থাকে পরম পিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়া রচনা করেন । কিন্তু ওখানে কে রাজত্ব করে, এটা তো কেউ জানে না।তোমরা তো জানো রামরাজ্য কি হয় । তারা তো রামরাজ্যকে লক্ষ বছরের বলে দিয়েছেন । কলিযুগকে ৪০ বছর বলে দিয়েছে । বাবা বলছেন —আমি আসি সঙ্গমযুগে । এসে ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপন করি ।সত্যনারায়ণ-এর কথা(পাঁচালী)তে এই সব আছে । সেসব তো শাস্ত্রের কথা পড়া হয়, কিন্তু এতে কোনো ঐশ্বর্য(বাদশাহী) পাওয়া যায় না ।খৃষ্টানরা বাইবেল পড়ে কিন্তু কি প্রাপ্ত করে । মনুষ্যগণের বৃদ্ধি হতে থাকে । বৃক্ষ পুরাতন হয়ে যায়, তেমনি বৃদ্ধি হতে হতে মানুষ পুরানো হয়ে যাবে । সত্য যুগে তোমরা লক্ষ্মী নারায়ণ মতো সর্ব গুণ সম্পন্ন..... হয়ে যাবে । তারপর কলা কম হতে থাকে । যখন স্থাপন করা হয় তখন নতুন বৃক্ষ বলা হয় । নতুন বাড়ি তৈরি হলে তাকে তো নতুন বাড়ি বলা হয় ।. তোমরাও এই সত্যযুগে আসবে তখন নতুন রাজধানী হবে তারপর কলা কম হতে থাকবে । স্থাপনা এখানেই হয় । এই অভূতপূর্ব তথ্য কারও বুদ্ধিতে নেই । তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে সমস্ত আত্মাদের জন্য এই যুগ হল পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। জীবনমুক্তিকে পুরুষোত্তম বলা হয় । জীবন বন্ধনকে পুরুষোত্তম বলা যায় না । এই সময় হল জীবন বন্ধন কাল। বাবা এসে সবাইকে জীবনমুক্ত করেন । তোমরা অর্ধকল্প জীবনমুক্ত থাকবে, তারপর আবার জীবন বন্ধন । এটা তো তোমরা বোঝো। তোমাদের ব্রতর নিয়ম কি? বাবা এসে ব্রত পালন করিয়েছেন, আহার - বিহারের ব্যাপার নেই । সব কিছুই করো কিন্তু কেবলমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো । পুরুষোত্তম মাসে অনেক কিছু করে পবিত্র থাকা হয়। বাস্তবে এইটা যদি পুরুষোত্তম যুগের প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে তোমাদের কত খুশী, কত নেশা হওয়া উচিত । এখন তোমাদের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম হওয়া উচিত নয়, কেননা তোমরা পুরুষোত্তম তৈরি হচ্ছো । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে(হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা স্মরণ আর সুপ্রভাত। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই পুরুষোত্তম যুগে জীবন মুক্ত হওয়ার জন্য পূণ্য কর্ম করে যেতে হবে । পবিত্র থাকা প্রয়োজন । ঘর পরিবার ইত্যাদি থাকা সত্বেও হৃদয়ের গভীর থেকে মমত্ব মিটিয়ে দিতে হবে।
২) শ্রীমতে থেকে নিজের তন- মন- ধন দিয়ে দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করতে হবে । পুরুষোত্তম বানানোর সেবা করতে হবে ।

বরদান :- সর্ব রূপে, সর্ব সম্বন্ধে বাবার কাছে অর্পণকারী সত্যকারের স্নেহ পরায়ণ ভব !

কারোর প্রতি যদি অগাধ স্নেহ থাকে,তাহলে সেই স্নেহের জন্য সব কিছু এক কিনারা করে তার সামনে সর্বস্ব অর্পণ করে দেওয়া যায়, যেমন বাবার স্নেহ আছে বাচ্চাদের প্রতি । সেই জন্যেই বাবা সর্বকালের সুখ স্নেহভাজন বাচ্চাদের প্রদান করেন, এবং সবাইকে মুক্তি ধামে বসিয়ে দেন, এই রকম বাচ্চাদের স্নেহের প্রমাণ হল সর্ব রূপে , সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা নিজের সর্বস্ব বাবার সামনে অর্পণ করে দিতে হবে । যেখানে স্নেহ আছে সেখানে যোগ আছে আর যোগ থাকলেই সহযোগও থাকে। একটাও সম্পদ যেন মনের থেকে ব্যর্থ ভাবে হারিয়ে না পারে ।

স্লোগান :- সাকার কর্মের জন্য ব্রহ্মা বাবাকে আর অশরীরী হওয়ার জন্য নিরাকার বাবাকে অনুসরণ করো ।